সমকাল

তারিখ ... 22 DEC 2013 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

তারাকান্দায় ১১ মাসেও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ হয়নি

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঘুষবাণিজ্যের অভিযোগ

প্রতিনিধি, তারাকান্দা (ময়মনসিংহ)

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের বল, খেলনা ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য বরাদ্দ করা অর্থ ৬ মাস আগে উত্তোলন করেছেন ফুলপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। কিন্তু এ অর্থ প্রদানের পূর্বে প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে ৫০০ করে টাকা দাবি করেন। দাবির এ অর্থ প্রদানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা অসম্মত হওয়ায় গত ৬ মাস ধরে বরাদ্দের অর্থ বিতরণ করছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অথচ এ অর্থ ১১ মাস আগেই বিতরণ করার কথা ছিল। জানা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ছাত্রদের জন্য খেলনা ও শিক্ষা উপকরণ কেনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি পাঁচ হাজার করে তারাকান্দা ও ফুলপুর উপজেলার ১৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এই টাকা ১১ মাস আগেই উত্তোলন করে শিশুদের জন্য ছোট আকারের ফুটবল, টেনিস বল, স্কিপিং দড়ি, পুতুল, মালা, প্লাস্টিকের বর্ণ ও সংখ্যা (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ) কাগজ ও পেনসিল কেনার কথা ছিল। কিন্তু উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এই টাকা উত্তোলন না করে বিলম্বে গত ১৯ জুন উত্তোলন করেও এখন পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলোতে বিতরণ করেননি। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, প্রত্যয়নপত্র দেয়ার পরও টাকা দেয়া হচ্ছে না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি (প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা) প্রতি স্কুল থেকে ৫০০ টাকা করে দাবি করেছেন। দাবির এ অর্থ প্রদানে অসম্মত হওয়ায় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাদ্দ অর্থ বিতরণ করছেন না।

১৩৩টি বিদ্যালয়ের জন্য ৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিলুফার হাকিম তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, শিশুদের এই সব উপকরণ ক্রয় করে প্রধান শিক্ষকদের প্রত্যয়নপত্র জমা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারা অনেকেই জমা দেননি। শিক্ষকরা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ মানতে বাধ্য, কেন তারা প্রত্যয়নপত্র দিতে বিলম্ব করেছেন এবং টাকা উত্তোলনের ৬ মাসেও এ টাকা বিতরণ করা হয়নি এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি।